ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইন - ১

অনুপম সৈকত শান্ত

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ থেকে মুক্তির জন্যে শক্তিশালী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার। এর জন্য যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ নিয়ে আইনী ধারণা গুরুত্বপূর্ণ। এটা ঠিক যে, শুধু যথাযথ আইন ও বিচার ব্যবস্থা দিয়েই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু আইনের দুর্বলতা বা বিচারে ফাঁকি থাকলে মানুষের যাওয়ার আর কোন জায়গাই থাকে না। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী আইনগুলোর পর্যালোচনা করা হয়েছে, তা করতে গিয়ে অন্যান্য দেশের এ সংক্রান্ত কিছু আইনের সাহায্যও নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের দুই কিস্তির প্রথমটি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বনাম 'দণ্ডবিধি'র ধারা-৩৭৫

বাংলাদেশে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক আইন হচ্ছে প্রধানত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ এ সংশোধিত)।[১] এ ছাড়া ধর্ষণ বিষয়ক বিধান আছে ১৮৬০ সালের 'দণ্ডবিধি'র (Penal Code 1860) ৩৭৫ নম্বর ধারায়।[২] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ সর্বশেষ প্রণীত আইন বিধায় পূর্বতন এসংক্রান্ত আইনের চেয়ে এই আইনের ধারাগুলো অগ্রাধিকার পাবে। তবে এই আইনের সংজ্ঞা নামক বিধানটিতে একটি অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার রয়ে গেছে, যেখানে ধর্ষণের সংজ্ঞায় 'দণ্ডবিধি' ৩৭৫ কে স্মরণ করা হয়েছে! 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের সংজ্ঞা হিসেবে ৫টি বৈশিষ্ট্য উলেখ করা হয়েছে, সেই সাথে একটি ব্যাখ্যা (ধর্ষণের ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গমের ব্যাখ্যা) ও একটি ব্যতিক্রম (বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রে এইজ অব কনসেন্টের ব্যতিক্রম) আছে। উল্টো দিকে তুলনামূলক নতুন করা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯ নম্বর ধারায় শাস্তিসংক্রান্ত বিধান দিতে গিয়ে ধর্ষণের 'ব্যাখ্যা' হিসেবে একটি পরিচ্ছেদ রাখা হয়েছে, সেখানে 'দণ্ডবিধি'র ধর্ষণের ৫টি বৈশিষ্ট্যের জায়গায় ৪টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। অনেকে ধর্ষণসংক্রান্ত আইনি আলোচনায় 'দণ্ডবিধি'কে উল্লেখ করেন, বাস্তবে তা ভুলভাবেই করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-কেই 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৫ ধারার ওপরে অগ্রাধিকার দিতে হবে, কেননা এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় (আইনের প্রাধান্য) বলা হয়েছে : "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।" ফলে কেবলমাত্র যে জায়গায় এই আইনে কোনো কিছু বলা হয়নি, কেবল সে জায়গাটিতে 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৫ ধারা অনুসরণ করা হবে। বাকি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিশেষ করে যেখানে 'দণ্ডবিধি'র ধারা ৩৭৫ এবং শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন ২০০০ বিপরীত বা ভিন্ন বিধান দেয়, সে ক্ষেত্রে নতুন আইনের বিধান পুরনো আইনের বিধানের ওপরে প্রাধান্য পাবে। সেই হিসেবে ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ষণের ব্যাখ্যা দেখা যাক : "যদি কোন পুরুষ বিবাহবন্ধন ব্যতীত ষোল বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।"

সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে :

১। বিবাহবন্ধন ছাড়াই ১৬ বছরের ওপরের কোনো নারীর সাথে সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সঙ্গম করলে;

২। বিবাহবন্ধন ছাড়াই ১৬ বছরের ওপরের কোনো নারীকে ভয় দেখিয়ে যৌন সঙ্গম করলে;

৩। বিবাহবন্ধন ছাড়াই ১৬ বছরের ওপরের কোনো নারীর সাথে প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায় করে যৌন সঙ্গম করলে;

৪। ১৬ বছরের নিচের কোনো নারীর সাথে তার সম্মতিতে বা সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করলে।

অপরদিকে 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৫ ধারায় বলা হচ্ছে :

"যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত ৫ প্রকার বর্ণনাধীন যেকোন অবস্থায় কোন নারীর সাথে যৌন সহবাস করে, সে ব্যক্তি 'ধর্ষণ' করে বলিয়া গণ্য হবে :

প্রথমত, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (against her will);

দ্বিতীয়ত, তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে (without her consent);

তৃতীয়ত, তাহার সম্মতিক্রমে, যেক্ষেত্রে তাহাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় দেখাইয়া তাহার সম্মতি আদায় করা হয় (with her consent, when her consent has been obtained by putting her in fear of death, or of hurt);

চতুর্থত, তাহার সম্মতিক্রমে, যেক্ষেত্রে লোকটি জানে যে, সে তাহার স্বামী নহে, এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতিদান করে যে, সে (পুরুষ) এমন কোন লোক যাহার সহিত সে আইনানুগভাবে বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে (with her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married);

পঞ্চমত, তাহার সম্মতি সহকারে বা ব্যতিরেকে, যেক্ষেত্রে সে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্কা হয় (with or without her consent, when she is under fourteen years of age)।

'দণ্ডবিধি'র এই ৩৭৫ নম্বর ধারায় উলেখিত ৫টি বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি যৌন সঙ্গমের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে : "Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape." এবং একটি ব্যতিক্রমের কথা জানানো হয়েছে, "কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার স্ত্রীর সাথে যৌন সহবাস, স্ত্রীর বয়স তের বৎসরের কম না হইলে, নারী ধর্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে না" (Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under thirteen years of age, is not rape.)।

পাশাপাশি খেয়াল করলে দেখা যাবে, 'দণ্ডবিধি' ৩৭৫ এর যে ৫টি কারণ বলা হয়েছে, তার সাথে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯ নম্বর ধারায় উলেখিত ধর্ষণের সংজ্ঞার খুব বেশি পার্থক্য নেই। 'দণ্ডবিধি'র বৈশিষ্ট্যের ১ ও ২ নম্বরে উলেখিত against her will আর without her consent বাস্তবে একই, সেটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯ নম্বর ধারায় 'সম্মতি ব্যতিরেকে' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। 'দণ্ডবিধি'র বৈশিষ্ট্য ৩ এর putting her in fear of death, or of hurt-ও 'ভীতি প্রদর্শন' দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, আর 'দণ্ডবিধি'র বৈশিষ্ট্য ৪ এর একটি বিশেষ ধরনের প্রতারণাকে সাধারণভাবে 'প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি আদায় করে' দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার মাধ্যমে এসংক্রান্ত ধর্ষণের সীমাকে বর্ধিত করা হয়েছে। 'দণ্ডবিধি'র ৫ নম্বর বৈশিষ্ট্যে এইজ অব কনসেন্ট ১৪ বছর ছিল, যেটি ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন করার সময় ১৪ বছরই ছিল, পরে ২০০৩ সালের সংশোধনীতে ১৬ বছর করা হয়েছে। আর 'দণ্ডবিধি'তে উলেখিত ব্যতিক্রম (Sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under thirteen years of age, is not rape) সাধারণভাবে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের মাধ্যমে রহিতকৃত। কেননা ১৮ বছরের কম বয়সী নারীর সাথে বিয়ে আমাদের আইনানুযায়ী অস্বীকৃত; যদিও অধুনা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ বিধান ওই ধারাটিকে ক্ষেত্রবিশেষে পুনরুজ্জীবন দেয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে (অর্থাৎ বিশেষ বিধান অনুযায়ী ১৩ থেকে ১৬ বছর বয়সী কোনো নারীর সাথে বিয়ে হলে, তার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে এখন আর কোনো বাধা থাকছে না)।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণের সংজ্ঞায় 'দণ্ডবিধি'কে নির্দেশ করার বিরোধিতা অনেকেই করেন, সংজ্ঞা অংশ থেকে 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৫ ধারাকে দূর করে ৯ নম্বর ধারার ব্যাখ্যা অংশটিকে নিয়ে আসার দাবিও অনেকেই করেন। এতে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা কমে। অবশ্য 'দণ্ডবিধি'র ওই ধারায় নির্দেশিত 'ব্যাখ্যা' অংশটুকু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কোথাও নেই। অর্থাৎ ধর্ষণে উলেখিত যৌন সঙ্গম (sexual intercourse) বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, সে সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা/নির্দেশনা নতুন এই আইনের কোথাও নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে নতুন আইনে যুক্ত করতে না পারার কারণ কী? 'দণ্ডবিধি'তে বলা হয়েছে : "Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape।" এ রকম লাইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে (বাংলায়) রাখতে সমস্যা কী ছিল? বেশির ভাগ দেশের আইনেই ধর্ষণের সংজ্ঞায় এই Penetration শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু বাংলায় এর জন্য যথোপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া ভার! এ টি এম কামরুল ইসলামের 'দণ্ডবিধি' নামের বইয়ে এ লাইনটির বাংলা করা হয়েছে এভাবে : "অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য যৌন সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।"

যা হোক, এ বিষয়টি কেমন গুরুত্বপূর্ণ সেটি বোঝানোর জন্য অন্য আইনের কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। নেদারল্যান্ডে ২০১৩ সালের ১২ মার্চ তারিখে একটি রায়ে[৩] জানানো হলো, আইনে বর্ণিত sexual penetration এর আওতায় অসম্মতিতে জিহবা চুম্বন (tongue kiss) বা ফ্রেঞ্চ কিস (French kiss) ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে না (এর আগে বিবেচিত হতো)! জোর করে ফ্রেঞ্চ কিস করলে সেটি যৌন নিপীড়ন হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে, কিন্তু সেটি ধর্ষণ নয় (নেদারল্যান্ডে ধর্ষণের শাস্তি সর্বোচ্চ ১২ বছর, আর যৌন নিপীড়নের শাস্তি ৮ বছর; ধর্ষণে মৃত্যু ঘটলে অবশ্য শাস্তি ১৮ বছরের কারাভোগ)। অর্থাৎ ঠিক কোন কাজটিকে ধর্ষণ বলা হচ্ছে, সেটির ব্যাখ্যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যুক্তরাজ্যের যৌন অপরাধ বিষয়ক আইনের উদাহরণ

২০০৩ সালে যুক্তরাজ্য Sexual Offences Act 2003[৪] নামে আলাদা একটি আইনই করে ফেলেছে। সেখানে ধর্ষণের সংজ্ঞার মাঝেই উল্লেখ করেছে : ধর্ষণ হবে যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই 'ইচ্ছাকৃতভাবে তার পুরুষাঙ্গ অপর ব্যক্তিটির যোনি, পায়ু বা মুখে প্রবেশ করায়' (intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person with his penis)। এর শাস্তি যাবজ্জীবন কারাভোগ। ঠিক এর পরেই আরেকটি অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সেটি ধর্ষণ নয়, সেটির নাম Assault by penetration। এই অপরাধটি তখনই হয় যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই 'ইচ্ছাকৃতভাবে তার শরীরের কোনো অঙ্গ বা অন্য কিছু অপর ব্যক্তিটির যোনি বা পায়ুপথে প্রবেশ করায়' (intentionally penetrates the vagina or anus of another person with a part of his body or anything else Ges the penetration is sexual)। এই অপরাধের শাস্তিও অনুরূপ, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাভোগ। ভ্যাজাইনা পেনিট্রেশন বলতে কী বোঝাবে, সেটি সম্পর্কেও স্পষ্টভাবে উলেখ আছে : "Vagina includes vulva." একইভাবে Sexual assault অপরাধের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে : যখন এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্পর্শ করবে (he intentionally touches another person) এবং স্পর্শের ধরন হবে যৌন আবেদনমূলক (the touching is sexual)। এই অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড, তবে এ ধরনের অপরাধের লঘুমাত্রার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাজা হিসেবে ৬ মাসের জেল ও জরিমানাও ম্যাজিস্ট্রেট করতে পারবেন। এভাবে নানা ধরনের যৌন অপরাধের ব্যাপারে উল্লেখ আছে এই আইনে। ১৩ বছরের কম বয়সীর সাথে যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে, সম্মতির কোনো উল্লেখই নেই (যুক্তরাজ্যে এইজ অব কনসেন্ট ১৩ বছর)। একইভাবে পারিবারিক সদস্য, সামাজিক দায়িত্বে থাকা ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধান কেমন হবে, এ রকম অনেক কিছু আছে। আমাদের আইনে যেমন বিবাহবন্ধন একটি বিশেষ ব্যাপার, এখানে বিবাহবন্ধন বলে কোনো কিছুই নেই। ১৩ বছরের বেশি বয়সের কারো সাথে সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম আর ১৩ বছরের নিচে কারো সাথে সম্মতিতে বা অসম্মতিতে যৌন সঙ্গম হলেই সেটি ধর্ষণ, বৈবাহিক সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। আবার আমাদের আইনে যেমন সম্মতির রকমফের দেখিয়ে চার-পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উলেখ করা হয়েছে, এখানে সম্মতির জন্য আলাদা দুটি ধারাই (৭৫ ও ৭৬) রয়েছে। অসম্মতি বলতে বোঝানো হয়েছে :

"(2) The circumstances are that—
(a) any person was, at the time of the relevant act or immediately before it began, using violence against the complainant or causing the complainant to fear that immediate violence would be used against him;
(b) any person was, at the time of the relevant act or immediately before it began, causing the complainant

to fear that violence was being used, or that immediate violence would be used, against another person;
(c) the complainant was, and the defendant was not, unlawfully detained at the time of the relevant act;
(d) the complainant was asleep or otherwise unconscious at the time of the relevant act;
(e) because of the complainant's physical disability, the complainant would not have been able at the time of the relevant act to communicate to the defendant whether the complainant consented;
(f) any person had administered to or caused to be taken by the complainant, without the complainant's consent, a substance which, having regard to when it was administered or taken, was capable of causing or enabling the complainant to be stupefied or overpowered at the time of the relevant act."

ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের সাজা

আমাদের আইনে সাজার ব্যাপারটি বেশ কড়া। যাকে বলে বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো! ধর্ষণের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে ধর্ষণ হলে (বিবাহবন্ধন ছাড়া সম্মতি বাদে, ভয় দেখিয়ে, প্রতারণা করে এবং ১৬ বছরের নিচে হলে সম্মতিতে বা সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করলে) সবার শাস্তিই যাবজ্জীবন, ভিকটিম মারা গেলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন, দলগত ধর্ষণ হলে ও ভিকটিম মারা গেলে দলগত ধর্ষণে অংশ নেয়া সকলের সাজা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন। ধর্ষণের চেষ্টা করা হলে (ধর্ষণ না হয়ে থাকলে) সর্বোচ্চ ১০ বছর, সর্বনিম্ন ৫ বছরের সাজা। পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণ হলে হেফাজতের দায়িত্বে থাকা প্রত্যেকের সর্বোচ্চ ১০ বছর, সর্বনিম্ন ৫ বছরের সাজা (ধর্ষকের সাজা যাবজ্জীবন)। ধর্ষণের চেষ্টা কিংবা পুলিশি হেফাজতে ধর্ষণের সাজার বিধান নিয়ে আপত্তি নেই, কিন্তু ধর্ষণ হিসেবে উল্লিখিত বাকি সবগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্য কেবল একটি সাজা (যাবজ্জীবন, মৃত্যু ঘটলে মৃত্যুদণ্ড) থাকা এবং আরো নানা ঘটনার (কনসিকুয়েন্স) উল্লেখ না থাকা বিষয়টিকে অনেক সময় লঘু করে দিতে পারে। যেমন : কিশোর-কিশোরীর প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক হলে এবং কিশোরীর বয়স ১৬ বছরের নিচে হলে আইনানুযায়ী এটিকে ধর্ষণ বলা যাবে, আবার একজন শিশুর সাথে একজন বয়স্ক ব্যক্তি জোরপূর্বক যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হলে সেটিও ধর্ষণ এবং আইন মোতাবেক উভয়ের সাজাই যাবজ্জীবন কারাভোগ! একইভাবে প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াও ধর্ষণ; কিন্তু প্রতারণা বিষয়টি তো বিস্তৃত। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে সম্মতিতেই যৌন সঙ্গম করার পরে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানানোও যেমন প্রতারণা, তেমনি একজন নারীর সামনে নকল বর সেজে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াও ধর্ষণ। এই সব ধর্ষণের ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা এক হওয়া উচিত না হলেও আমাদের আইনে সব কিছুর জন্য একটাই সাজা– যাবজ্জীবন কারাভোগ!

নেদারল্যান্ডে ৩ বছর পর পর সরকারি অর্থায়নে ১৫ বছর ও তার ওপরের বয়সী নারীদের মধ্যে জরিপ চালায় Rutgers WPF নামের সেক্সুয়ালিটি এক্সপার্টিজ কেন্দ্র বা সংগঠন, যেখানে নারীরা নির্ভয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেই তাদের ওপর যৌন আক্রমণের বিবরণ-তথ্য দেয়। সুতরাং যারাও বা চেপে যায়, তাদেরও একটা বড় অংশের তথ্যও এই সব জরিপের মাধ্যমে উঠে আসে। আমাদের মতো দেশে এমন উদ্যোগ খুব জরুরি এবং আইনেও এ রকম বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার।

ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের হার

আমাদের দেশে প্রকৃত অর্থে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের হার কেমন, সেটার কোনো চিত্র আমাদের সামনে নেই। অনেক ধর্ষণ ঘটনার বীভৎসতার কারণেই আমাদের মিডিয়ায় এসংক্রান্ত বেশ কিছু খবর সমাজে আলোড়ন তৈরি করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনায় আক্রান্তরা নীরবে- নিভৃতে চোখের পানি ফেলে সব কিছু আড়াল করে। সরকারি-বেসরকারি কোনো জায়গা থেকেই সারা দেশের নারী ও শিশুদের ধর্ষিত ও যৌন নিপীড়িত হওয়ার তথ্য সংগ্রহের কোনো উদ্যোগ নেই, মাঝেমধ্যে কিছু এনজিওর কিছু বিক্ষিপ্ত জরিপ কর্ম বাদে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষণ ও নারী নিপীড়নের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত খবর, ধর্ষণকেন্দ্রিক মামলা এবং ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে চিকিৎসা সহায়তা নিতে যাওয়া আক্রান্তদের সংখ্যা–এসব তথ্যের বাইরে অন্য কোনো উপায় নেই। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে দেশের বিভিন্ন থানায় ১৮ হাজার ৬৬৮টি ধর্ষণের মামলা হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে বছরে প্রায় ৩ হাজার ৭০০ ধর্ষণের মামলা হয়েছে। কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা যতখানি ঘটে, তার খুব অল্পসংখ্যকই মামলা করে। ২০০১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়ে চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসে ২২ হাজার ৩৮৬ জন নারী। এর মধ্যে মামলা হয় ৫ হাজার ৩টি ঘটনায়।[৫] অর্থাৎ (ঐকিক নিয়মে হিসাব করলে) প্রতি ৯ জনে চিকিৎসা সহায়তা নিতে আসা আক্রান্ত নারীর মধ্যে মাত্র ২ জন মামলা করেছে। ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে যেহেতু কাউন্সেলিং করা হয়, সেহেতু অনেকে মামলা করতে উদ্বুদ্ধ হয়, ফলে যারা এই সেন্টারে আসে না তাদের মধ্যে মামলা করার হার আরো কম। তার পরও ওপরের হার (২ জন মামলা করলে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা ৯) ধরে হিসাব করলে বছরে ৩ হাজার ৭০০ মামলার বিপরীতে প্রকৃত আক্রান্ত নারীর সংখ্যা কমপক্ষে হয় সাড়ে ১৬ হাজার।

বলাই বাহুল্য, এই সংখ্যা ধারণাপ্রসূত এবং প্রকৃত চিত্র আরো অনেক বেশি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঘটনা চেপে যাওয়া হয়। কেননা জানাজানি হলে সমাজে ধর্ষিত নারীরই নানাভাবে নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়; অনেক সময় ধর্ষিত নারীর শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা যেমন আছে, তারও চাইতে বড় ভয় হচ্ছে সামাজিক অপমানের ভয়! বেশির ভাগ মা-বাবা ভয় পান যে এই লজ্জার কথা জানাজানি হয়ে গেলে মেয়ের বিয়ে হবে না; ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবেই এই 'লজ্জা'র কথা গোপন রাখার আয়োজন সম্পন্ন হয়। অনেক সময় মেয়েটিকেই দায়ী করে পারিবারিকভাবে তার ওপর মানসিক-শারীরিক নির্যাতন চালানো হতে পারে, এই ভয়ে দেখা যায় যে আক্রান্ত ব্যক্তি এমনকি নিজ পরিবারের কাছেও এটি প্রকাশ করতে পারছে না। ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়নের এই পরিসংখ্যান পৃথিবীর অনেক দেশেই কেবল সংবাদমাধ্যম থেকে বা পুলিশ রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে তৈরি

করা হয় না! যেমন নেদারল্যান্ডে ৩ বছর পর পর সরকারি অর্থায়নে ১৫ বছর ও তার ওপরের বয়সী নারীদের মধ্যে জরিপ চালায় Rutgers WPF নামের সেক্সুয়ালিটি এক্সপার্টিজ কেন্দ্র বা সংগঠন, যেখানে নারীরা নির্ভয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখেই তাদের ওপর যৌন আক্রমণের বিবরণ-তথ্য দেয়। সুতরাং যারাও বা চেপে যায়, তাদেরও একটা বড় অংশের তথ্যও এই সব জরিপের মাধ্যমে উঠে আসে।[৬] আমাদের মতো দেশে এমন উদ্যোগ খুব জরুরি এবং আইনেও এ রকম বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার।

আক্রান্ত পুরুষের ক্ষেত্রে আইনের বিধান

ধর্ষণের বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত সংজ্ঞা ও অর্থ মোতাবেক আমরা এমনটা ভেবে অভ্যস্ত যে ধর্ষণ কর্মটি ঘটায় পুরুষ এবং যার ওপর এটি ঘটানো হয় সে হচ্ছে নারী। এই প্রচলিত ধারণার একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীতটি সম্ভব কি না, অর্থাৎ একজন নারী কি পুরুষকে ধর্ষণ করতে পারে? প্রশ্নটি আমরা একটু ভেঙে ভেঙে দেখতে চাই। অর্থাৎ ধর্ষিত হিসেবে নারীর জায়গায় পুরুষ এবং ধর্ষক হিসেবে পুরুষের জায়গায় নারী–হতে পারে কি? সে ক্ষেত্রে, প্রশ্নগুলো হবে :

১। একজন পুরুষ কি আরেক পুরুষকে ধর্ষণ করতে পারে?
২। একজন নারী কি আরেক নারীকে ধর্ষণ করতে পারে?
৩। একজন নারী কি কোনো পুরুষকে ধর্ষণ করতে পারে?

মূল প্রশ্ন, অর্থাৎ ৩ নম্বর প্রশ্নটি থেকেই শুরুর আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। নারী কি পুরুষকে ধর্ষণ করতে পারে? হুমায়ুন আজাদ তাঁর 'নারী' গ্রন্থে 'ধর্ষণ' শীর্ষক প্রবন্ধের শুরুতেই জানিয়েছেন : *"নারীর উপর পুরুষের বল প্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ, যাতে পুরুষ নারীর সম্মতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ধর্ষণ একান্ত পুরুষের কর্ম; নারীর পক্ষে পুরুষকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের দেহসংগঠন এমন যে পুরুষ সম্মত আর শক্ত না হলে নারী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে পারে না; কিন্তু উত্তেজিত পুরুষ যেকোনো সময় নারীকে তার শিকারে পরিণত করতে পারে।"* এখানে ধর্ষণের সংজ্ঞায় যেমন জানানো হয়েছে, 'নারীর সম্মতি ছাড়া তার সাথে পুরুষের বলপূর্বক যৌন সঙ্গম হচ্ছে ধর্ষণ' (অর্থাৎ নারী ধর্ষিত, পুরুষ ধর্ষক), তেমনি আলাদাভাবে উল্লেখও করা হয়েছে, নারীর পক্ষে ধর্ষণ করা সম্ভব নয়; এটি একান্তই পুরুষের কাজ (অনেক পুরুষ মনে করেন পুরুষালি); কেননা পুরুষ সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তথা তার যৌনাঙ্গ শক্ত না হওয়া পর্যন্ত নারীর পক্ষে এই যৌন সঙ্গম সংঘটন সম্ভবই নয়। অর্থাৎ ধর্ষকের রূপে কেবল পুরুষকে আমরা পাচ্ছি, নারীকে নয়। যদিও এই শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যায় এটা বলা যাবে না যে কেবল নারীই ধর্ষিত হতে পারে, কিন্তু পুরুষকে কখনোই ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। কেননা একজন উত্তেজিত পুরুষ যে প্রকারে অসম্মত নারীকে বল প্রয়োগ করতে পারে, তেমনি অসম্মত পুরুষের ওপরও বল প্রয়োগ করতে পারে বৈকি।

আরেকটি বিষয় এখানে গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের সমাজে ধর্ষণ বিষয়টি ভয়ানক, কেননা সেটি ধর্ষিতকে কলঙ্কিত করে, প্রচলিত ভাষায় ধর্ষিতের 'সম্ভ্রমহানি' ঘটে। এবং এই কলঙ্কিত হওয়ার বা সম্ভ্রমহানির ব্যাপারটি কেবলমাত্র নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; সুতরাং নারীর ক্ষেত্রেও এই বাধাটি ভাঙা খুবই জরুরি যে ধর্ষণ আদতে ধর্ষিতর জন্য কলঙ্কজনক কিছু নয়, তার সম্ভ্রমহানি বা সম্মানহানির এখানে কিছু নেই; এখানে যা কলঙ্ক বা সম্মানহানি-সম্ভ্রমহানি সব ধর্ষকের জন্য প্রযোজ্য। ধর্ষণকে কেন্দ্র করে নারীর সম্মান নষ্ট হওয়ার ধারণার সাথে কেবল ধর্ষণ নয়, বিবাহবহির্ভূত যৌনক্রিয়ায় অংশ নেয়া যুক্ত। আমাদের দেশে সে কারণে দেখা যায়, বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামী ধর্ষণ করলে স্ত্রীর সম্মান যায় না, কিংবা ধর্ষণের পর যে কোনো ধর্ষিতর সম্মান ফিরে পাওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায় ধর্ষণকারীকে বিয়ে করা। বিবাহিত স্ত্রীর অসম্মতিতে জোর করে যৌন সঙ্গম অবশ্য আমাদের দেশের আইনে ধর্ষণ হিসেবেই বিবেচিত নয়, তবে ১৬ বছরের ('দণ্ডবিধি' অনুযায়ী ১৩ বছরের) নিচের বিবাহিত শিশুর সাথে যৌন সম্পর্ক ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। এ রকম ক্ষেত্রেও ধর্ষক স্বামীকে অনেক সময় পাষণ্ড বলা হতে পারে, কিন্তু শিশুর মান-সম্মান-সম্ভ্রম–এসব হারানোর কোনো ভয় নেই; কেননা ওই কর্মটি তো তার স্বামী দেবতাই করেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, নারীর সম্ভ্রমহানির সাথে মূল যোগাযোগ বিবাহ নামক সম্পর্কের, বিবাহের মাধ্যমে পুরুষের 'কুমারী' বা 'ভার্জিন' নারীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার, নিজ স্ত্রীকে পরপুরুষের স্পর্শহীন অবস্থায় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার (অসূর্যম্পশ্যা নারীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নারীকে অন্তঃপুরে বন্দি করা, পর্দায় আবদ্ধ করা–এসব চলের শুরু)। সুতরাং ধর্ষণকেন্দ্রিক সম্ভ্রমহানির ধারণা ভাঙতে গেলে এসব ধারণাও ভাঙা খুব জরুরি এবং সে জায়গা থেকে নারীর যৌন আকাঙ্ক্ষা, নারীর যৌন অভিজ্ঞতা, নারীর যৌন চাহিদা–এসবের আলোচনাও প্রকাশ্যে আসা জরুরি।

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ষণের সংজ্ঞা/ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায়, কেবলমাত্র পুরুষ ধর্ষণ করতে পারে এবং কেবলমাত্র নারীর সাথে এই অপরাধটি সংঘটিত হতে পারে। একইভাবে 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী : "A man is said to commit `rape' who except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the five following descriptions." এখানেও man বা পুরুষই ধর্ষণ অপরাধটি সংঘটন করে এবং woman বা নারীর সাথে এটি ঘটতে পারে। ফলে আমাদের আইন অনুযায়ী ওপরে উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের জবাবই হচ্ছে না-বোধক- অর্থাৎ পুরুষ পুরুষকে, নারী নারীকে কিংবা নারী পুরুষকে ধর্ষণ করতে পারে না। সে জায়গা থেকে বিভিন্ন সময়ে বাচ্চা ছেলেদের ওপর নানা রকম নির্যাতনের যে ঘটনাগুলো ঘটে, সেসবও আইনত ধর্ষণ হিসেবে গণ্য হচ্ছে না। তখন প্রশ্নটি আসে, তাহলে সেটি কি যৌন নিপীড়নের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে? সেটি দেখতে গেলে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তিনটি হচ্ছে :

১। একজন পুরুষ কি আরেক পুরুষকে যৌন নিপীড়ন করতে পারে?
২। একজন নারী কি আরেক নারীকে যৌন নিপীড়ন করতে পারে?
৩। একজন নারী কি কোনো পুরুষকে যৌন নিপীড়ন করতে পারে?

এই প্রশ্ন তিনটির ব্যাপারে আমাদের প্রচলিত আইন কী বলে? বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিশোর-বালকরা যে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, তাদের সুরক্ষার জন্য কোন আইন প্রযোজ্য? শুনতে যেমনই লাগুক, এ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আইন খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। নারীর ওপর যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত বিধান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পুরুষের ওপর যৌন নির্যাতন বিষয়ক আলাদা কোনো আইন নেই। ধর্ষণের সংজ্ঞায় 'ষোল বৎসরের কম

বয়সের কোন নারী'র স্থলে 'ষোল বৎসরের কম বয়সের কোন শিশু' উলেখ করলেও অন্তত ছেলে শিশুদের ওপর সংঘটিত যৌন সঙ্গম ধর্ষণের অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো, যেমনটি ১০ নম্বর ধারায় কেবল নারী না উলেখ করে 'নারী বা শিশু'র কথা উল্লেখ থাকায় ছেলে শিশুর ওপর সংঘটিত যৌন নিপীড়নও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ফলে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে, ছেলে শিশুর সাথে বলপূর্বক বা সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করলেও সেটি যৌন নিপীড়ন হিসেবে গণ্য হবে, যার শাস্তি সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাভোগ।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত ধারাটি হচ্ছে ১০ নম্বর ধারা : *"যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যেকোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।"* এই ধারা অনুযায়ী আমরা দেখতে পারছি যে যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে নারী বা শিশু, কিন্তু যৌন নিপীড়কের লিঙ্গ এখানে বলা নেই, বলা হয়েছে 'কোন ব্যক্তি'। অর্থাৎ যৌন নিপীড়ক যেমন হতে পারে একজন পুরুষ, তেমনি হতে পারে একজন নারী। আবার ২(ট) নম্বর ধারার 'শিশু'র সংজ্ঞায় আমরা দেখি : "শিশু অর্থ অনধিক ষোল বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি।" ফলে এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের আইন অনুযায়ী

১। পুরুষ ১৬ বছরের কম বয়সের পুরুষকে যৌন নিপীড়ন করতে পারে।

২। নারী নারীকে যৌন নিপীড়ন করতে পারে।

৩। নারী ১৬ বছরের কম বয়সের পুরুষকে (শিশুকে) যৌন নিপীড়ন করতে পারে।

এখন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ১৬ বছরের ওপরের কোনো পুরুষকে কি যৌন নিপীড়ন করা সম্ভব? অপর কোনো পুরুষ, কিংবা নারীর দ্বারা? দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের আইনে এমন কোনো বিধান খুঁজে পাইনি। কেবল 'দণ্ডবিধি'র ৩৭৭ ধারায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন সঙ্গমকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হয়েছে, যেখানে জোর করে বা সম্মতি ছাড়া এমন কোনো বিষয়ের উলেখ নেই। ৩৭৭ নম্বর ধারাটি দেখি : *"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরুষ, নারী বা জন্তুর সহিত প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করে, সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে, যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে, দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি জরিমানা দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে"* (Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation. Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.)। এই বিধানটি হচ্ছে আমাদের 'দণ্ডবিধি'র সেই কুখ্যাত ধারা, যার মাধ্যমে সমকামিতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে উলেখ্য যে এই ধারা মোতাবেক পুরুষের সাথে পুরুষের বা নারীর সাথে নারীর যৌন সঙ্গম (যদিও যৌন সঙ্গম হওয়ার জন্য যে পেনিট্রেশন দরকার, সেটি নারী দ্বারা সংঘটিত হবে কিভাবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে নেই) শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যার সাজা যাবজ্জীবন কিংবা দশ বছরের কারাভোগ। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের দেশের আইনে ধর্ষণ যে মাপের অপরাধ, সমকামিতাও একই মাপের শাস্তিযোগ্য অপরাধ! কোনো পুরুষের সাথে বলপূর্বক, সম্মতি ছাড়া যৌন সঙ্গম করা হলে, যেহেতু আর কোনো আইন নেই, সেহেতু এই ৩৭৭ ধারা মোতাবেক মামলা করা যায়। তবে এখানে একটি বিপদ আছে। আসামিপক্ষ যদি প্রমাণ করতে পারে যে এই যৌনক্রিয়ায় ভিকটিমেরও সম্মতি ছিল (যেটি যে কোনো ধর্ষণের মামলায় আসামিপক্ষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে), তাহলে উভয়েই সাজা পেয়ে যেতে পারে। আরেকটি ব্যাপার এ প্রসঙ্গে উলেখ করা যেতে পারে। আমাদের কোনো আইনেই হিজড়াদের ব্যাপারে কোনো সুরক্ষা নেই, অথচ হিজড়ারাও ভয়ানকভাবে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার।

> আমাদের কোনো আইনেই হিজড়াদের ব্যাপারে কোনো সুরক্ষা নেই, অথচ হিজড়ারাও ভয়ানকভাবে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের শিকার।

অতএব, যৌন অপরাধ সংক্রান্ত আমাদের আইনগুলোর একটা বড় ত্রুটি হচ্ছে, এখানে সব ধরনের অপরাধকে আমলে নেয়া হয়নি, লিঙ্গ-নির্বিশেষ সকলের সমান সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আমি মনে করি, যৌন অপরাধসমূহের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি আইন দরকার। 'দণ্ডবিধি'র এসংক্রান্ত যাবতীয় ধারা বাতিল করে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর যৌন অপরাধ সংক্রান্ত ধারাগুলোকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসে এই স্বতন্ত্র আইনে যুক্ত করেই 'যৌন অপরাধ দমন আইন' করা উচিত। উদাহরণ হিসেবে যুক্তরাজ্যের ২০০৩ সালের একটি আইনের (Sexual Offences Act 2003) দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। এই আইনের সূচির দিকে তাকালেও বোঝা যাবে, যৌন অপরাধের যাবতীয় প্রকরণকে এই আইনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। Rape (১টি ধারা), Assault (২টি ধারা : Assault by penetration এবং Sexual assault), Causing sexual activity without consent (১টি ধারা), Rape and other offences against children under ১৩ (৪টি ধারা), Child sex offences (৭টি ধারা), Abuse of position of trust (৯টি ধারা), milial child sex offences (৫টি ধারা), Offences against persons with a mental disorder impeding choice (৪টি ধারা), Inducements etc. to persons with a mental disorder (৪টি ধারা), Care workers for persons with a mental disorder (৭টি ধারা), Indecent photographs of children (২টি ধারা), Abuse of children through prostitution and pornography (৫টি ধারা), Exploitation of prostitution (৫টি ধারা), Trafficking (৭টি ধারা), Sex with an adult relative (২টি ধারা), Other offences (৬টি ধারা, যার মধ্যে আছে Exposure, Voyeurism, Voyeurism: interpretation, Intercourse with an animal, Sexual penetration of a corpse, Sexual activity in a public lavatory। একই সাথে আরেকটি ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই আইনে ধারাগুলোর বর্ণনায় অপরাধী কিংবা ভিকটিম কারোরই কোনো লিঙ্গ কিংবা বৈবাহিক

অবস্থার সরাসরি কোনো বিবরণ নেই। অর্থাৎ যৌন অপরাধ নারী- পুরুষ যে কেউই যেমন করতে পারে, এই অপরাধ নারী ও পুরুষ কিংবা তৃতীয় লিঙ্গ–যে কারোর ওপরই সংঘটিত হতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে এই আইনটির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ কম, সংক্ষেপে ধর্ষণ ও নিপীড়ন সংক্রান্ত তিনটি ধারা নিয়ে আলোচনা করছি।

ধর্ষণের সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে :

"A person (A) commits an offence if—
(a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis,
(b) B does not consent to the penetration, and
(c) A does not reasonably believe that B consents."

এখানে দেখাই যাচ্ছে, ধর্ষক হওয়ার জন্য পুরুষাঙ্গ থাকতে হবে। সেই হিসেবে এই আইনে নারীর পক্ষে ধর্ষক হওয়া সম্ভব নয়, তবে সম্মতি ছাড়া পুরুষাঙ্গ অন্য কারো যোনি, পায়ু কিংবা মুখে প্রবেশ করালে যেহেতু ধর্ষণ হবে এবং পায়ু ও মুখ নারী ও পুরুষ উভয়েরই আছে, সেহেতু নারী বা পুরুষ, কিংবা তৃতীয় লিঙ্গও এই আইনে সুরক্ষা পাচ্ছে। এই অপরাধের সাজা হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাভোগ, অর্থাৎ এই আইনানুসারে ধর্ষণ সর্বোচ্চ অপরাধ হিসেবে গণ্য। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ষণ অপরাধটি কেবল পুরুষ করতে পারলেও সংজ্ঞার কোথাও পুরুষ উলেখ না করে একজন ব্যক্তি (A person) উলেখ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই আইনে কেবল পুরুষ ধর্ষক হচ্ছে, কিন্তু নারীও কি অনুরূপ কোনো অপরাধ সংঘটন করতে পারে না? সেটি বুঝতে গেলে ২ ও ৩ নম্বর ধারা দুটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

"2 Assault by penetration
(1) A person (A) commits an offence if—
(a) he intentionally penetrates the vagina or anus of another person (B) with a part of his body or anything else,
(b) the penetration is sexual,
(c) B does not consent to the penetration, and
(d) A does not reasonably believe that B consents.

3 Sexual assault
(1) A person (A) commits an offence if—
(a) he intentionally touches another person (B),
(b) the touching is sexual,
(c) B does not consent to the touching, and
(d) A does not reasonably believe that B consents."

অর্থাৎ এই আইনে নিপীড়ন দুই প্রকার। পেনিট্রেশন সংক্রান্ত নিপীড়ন ও যৌন নিপীড়ন। কারো যোনি, পায়ু বা মুখে সম্মতি ছাড়া পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করালে সেটি ধর্ষণ, আর কারো যোনি বা পায়ুপথে যৌন উদ্দেশ্যে (ডাক্তারি কিংবা অন্য উদ্দেশ্যে নয়) সম্মতি ছাড়া শরীরের অন্য অঙ্গ (যেমন–হাত বা পায়ের আঙুল, জিহ্বা) কিংবা অন্য কিছু (যেমন–সেক্স টয় বা কলম, কাঠি বা অন্য কিছু) প্রবেশ করালে, সেটি ধর্ষণ হবে না ঠিকই, কিন্তু সেটিও 'Assault by penetration' অপরাধ হবে। এই অপরাধের সাজাও যাবজ্জীবন কারাভোগ, অর্থাৎ এটিও ধর্ষণের সমপর্যায়ের অপরাধ। বোঝাই যাচ্ছে, এই অপরাধের ক্ষেত্রে যেহেতু অপরাধীর 'পুরুষাঙ্গ' থাকা আবশ্যক নয়, সেহেতু নারী ও পুরুষ নির্বিশেষেই এ অপরাধটি ঘটাতে পারবে। ৩ নম্বর ধারায় যৌন নিপীড়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, যৌন উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির শরীরে সম্মতি ছাড়া স্পর্শ করলেই সেটি যৌন নিপীড়ন হবে। এর সাজার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সাজার একটি ব্যবস্থা আছে, যেখানে ছোট অপরাধের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিকভাবে সাজা দিতে পারবেন, যার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাভোগ ও জরিমানা। বড় অপরাধের ক্ষেত্রে (সেটি আদালতে সাক্ষ্য, প্রমাণ ও বিচার সাপেক্ষ) সর্বোচ্চ সাজা হচ্ছে দশ বছর। বলাই বাহুল্য, এই অপরাধ পুরুষ নারীর ওপর, পুরুষ পুরুষের ওপর, নারী পুরুষের ওপর কিংবা নারী নারীর ওপর সংঘটিত করতে পারে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনুপম সৈকত শান্ত: লেখক, প্রকৌশলী
ইমেইল: anupam.shaikat@gmail.com

তথ্যসূত্র:

১। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_sections.php?id=835

২। দণ্ডবিধি : http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=11
বাংলাদেশ দণ্ডবিধি : এ টি এম কামরুল ইসলাম, খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৩। http://www.dailymail.co.uk/news/article-2292378/Dutch-Supreme-Court-rules-forced-tongue-kiss-rape-Judges-overturn-mans-conviction-attack-hospital-toilet.html

৪। Sexual Offences Act 2003 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/pdfs/ukpga_20030042_en.pdf

৫। ধর্ষণ মামলায় হাজারে সাজা মাত্র ৪ জনের, সমকাল, ২৮ মে ২০১৭ http://bangla.samakal.net/2017/05/28/296327

৬। www.womenlobby.org/IMG/pdf/2714_netherlands_lr.pdf